সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
■ সিস্টেম এনালিষ্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার
■ প্রোগ্রামার
■ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
■ সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
■ নথি
ডাইরি নং ১৫৫
তারিখ ২৮/০৭/২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা
www.rthd.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০১.২৫-৪১৮ | তারিখ: ২১-০৭-২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫ এর খসড়ার উপর জনমত যাচাই।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫ এর প্রস্তুতকৃত খসড়ার কপি জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত খসড়ার উপর কাহারো কোনো মতামত থাকলে তা লিখিতভাবে/ইমেইল (brta.est.sec@rthd.gov.bd)/ওয়েবসাইটে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

২১/৭/২০২৬
মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৩১
ইমেইল: brta.est.sec@rthd.gov.bd

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি:

০১। সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০২। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা
www.rthd.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০১.২৫-৪১৭ তারিখ: ২১-০৭-২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে 'অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫' এর প্রস্তুতকৃত খসড়ার কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত খসড়ার উপর আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে মতামত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৩(তিন) পাতা

২১/৭/২০২৫
মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৩১
ইমেইল: brta.est.sec@rthd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
৯. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
১৫. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৮. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে-ই বাংলা নগর, ঢাকা
২০. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২১. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৩. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৪. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৮. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৯. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩২. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৪. সচিব, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৫. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৭. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৯. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪০. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪২. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৪. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৫. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৬. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৭. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪৮. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৪৯. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা
৫০. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

অনুলিপি:

০১. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০২. অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

খসড়া অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫

১.০ ভূমিকা:

১.১ আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালিত হয়। বিদ্যমান 'সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২'-এর বিধি-৮১ এর ব্যাখ্যা অংশে অ্যাম্বুলেন্সের অর্থ উল্লেখ থাকলেও উক্ত বিধিমালায় অ্যাম্বুলেন্সের গঠন কাঠামো বা অ্যাম্বুলেন্সের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকায় "অ্যাম্বুলেন্স/ লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫" প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১.২ অ্যাম্বুলেন্স সেবার মান উন্নয়ন, সুসংগঠিত পরিচালনা এবং সবার জন্য সহজলভ্য একটি আধুনিক পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস নীতিমালা, ২০২৫" প্রণয়ন করা হলো। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো একটি উচ্চ মানসম্পন্ন ও সেবাধর্মী অ্যাম্বুলেন্স/ লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২.০ সংজ্ঞার্থ:

২.১ 'অ্যাম্বুলেন্স' অর্থ অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে দ্রুত ও নিরাপদভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিকিৎসাজনিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থায়ীভাবে সংযোজনকৃত ও ডিজাইনকৃত বিশেষ মোটরযান; এবং

২.১.১ 'লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান' অর্থ একটি বিশেষায়িত হিমায়িত গাড়ি, যা মৃত দেহ দীর্ঘ সময়ের জন্য হিমায়িত রাখা বা দূরবর্তী স্থানে সুরক্ষিত এবং অক্ষত অবস্থায় পরিবহন করে।

২.২ **অ্যাম্বুলেন্সের প্রকৃতি:**

অ্যাম্বুলেন্স সেবায় অন্তর্ভুক্ত ২ (দুই) ধরণের যান রয়েছে, যার মধ্যে,

ক. অ্যাম্বুলেন্স;
খ. আইসিইউ/সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্স;
ক) 'অ্যাম্বুলেন্স' অর্থ ২.১ এ বর্ণিত অ্যাম্বুলেন্স;
খ) 'আইসিইউ/সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্স' অসুস্থ ও আহত মুমূর্ষ ব্যক্তিদের হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে দ্রুত ও নিরাপদভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইসিইউ/সিসিইউ সন্নিবেশিত চিকিৎসাজনিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থায়ীভাবে সংযোজনকৃত, ডিজাইনকৃত বিশেষ মোটরযান;

২.৩ 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭-এর ধারা ২(গ)-এ উল্লিখিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ; এবং

২.৪ 'সরকার' অর্থ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে রোগী পরিবহনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
৩.২ অ্যাম্বুলেন্সে অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা সরঞ্জামাদির উপস্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;
৩.৩ অ্যাম্বুলেন্স সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি করা;
৩.৪ নির্ধারিত ভাড়ায় রোগী/লাশ পরিবহন নিশ্চিত করা এবং
৩.৫ লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান এর মাধ্যমে মৃতদেহ দীর্ঘ সময়ের জন্য হিমায়িত রাখা বা দূরবর্তী স্থানে সুরক্ষিত এবং অক্ষত অবস্থায় পরিবহন করা।

৪.০ অ্যাম্বুলেন্সের বৈশিষ্ট্য

৪.১ শুধুমাত্র অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে আমদানিকৃত ও শুল্কায়িত এয়ারকন্ডিশন্ড বিশিষ্ট মোটরযানকে এই সার্ভিসে ব্যবহার করা যাবে তবে লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান এর ক্ষেত্রে অধিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (-৫°C থেকে -২০°C) লাশ সংরক্ষণের করা যায় এমন যানকে (লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান) ব্যবহার করা যাবে;

৪.২ মাইক্রোবাস/ভ্যান জাতীয় মোটরযানকে স্থানীয়ভাবে রূপান্তর (Conversion) করে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৪.৩ সাধারণ অ্যাম্বুলেন্সে রোগীকে শোয়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাপের (কমপক্ষে ১৯০ সে.মি. লম্বা) বেড সম্বলিত পোর্টেবল স্ট্রেচার থাকতে হবে। এছাড়া অ্যাম্বুলেন্সে কমপক্ষে ০১ (এক) জন রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট ও ০১ (এক) জন নার্স/মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বসার উপযুক্ত আসনসহ ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন থাকতে হবে;

৪.৩.১ আইসিইউ/সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্সে রোগীকে শোয়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাপের বেড সম্বলিত স্ট্রেচার থাকতে হবে। এছাড়া অ্যাম্বুলেন্সে কমপক্ষে ০১ (এক) জন প্যারামেডিকস্ (ডাক্তার/ নার্স/মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট) এবং ০১ (এক) জন রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট বসার উপযুক্ত আসনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন থাকতে হবে;

৪.৩.২ লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যানে লাশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বার থাকতে হবে যেখানে পোর্টেবল স্ট্রেচার থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও চালকের পাশে কমপক্ষে ০১ (এক) জন মৃত ব্যক্তির অ্যাটেন্ডেন্ট বসার উপযুক্ত আসন থাকতে হবে;

৪.৪ অ্যাম্বুলেন্সে মেডিকেল যন্ত্রাংশ এবং ব্যবহারযোগ্য মেডিকেল দ্রব্যাদি (অক্সিজেন সিলিন্ডার, ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন স্ট্যান্ড, ফার্স্ট এইড বক্স, ফার্স্ট এইড কিট, ইত্যাদি) রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ জায়গা থাকতে হবে;

৪.৪.১ আইসিইউ/সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্সে মেডিকেল যন্ত্রাংশ এবং ব্যবহারযোগ্য মেডিকেল দ্রব্যাদি (অক্সিজেন সিলিন্ডার, নেবুলাইজার মেশিন, ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন স্ট্যান্ড, ফার্স্ট এইড বক্স, ফার্স্ট এইড কিট, ট্রমা প্যাডস্ ইত্যাদি) রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ জায়গা থাকতে হবে;

৪.৫ অ্যাম্বুলেন্সের সেফটি বেল্টযুক্ত পোর্টেবল স্ট্রেচার থাকবে যার পরিমাপ হবে অন্যূন ১৯০X৫০X৯০ সে.মি.। ইহাতে ঝাঁকুনি রোধ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং ভাঁজ করা যায় এরূপ বহনযোগ্য সাব স্ট্রেচার থাকতে হবে;

৪.৬ অ্যাম্বুলেন্সের ছাঁদের উপরে ঘূর্ণায়মান লাল রংয়ের বিকন লাইট থাকতে হবে;

৪.৭ অনবরত শব্দ তৈরি করতে পারে এরূপ অ্যামপ্লিফায়ারসহ সাইরেন এবং স্পিকার থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্সের হর্ন বা সাইরেন থেকে নির্গত শব্দের মানমাত্রা নির্ধারিত হবে;

৪.৮ প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সের সামনে ও পিছনে রিফ্লেক্টিভ ট্রায়েঙ্গেল থাকতে হবে;

৪.৯ প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে ফায়ার এক্সটিংগুইসার কমপক্ষে ০১ (এক) কেজি থাকতে হবে;

৪.১০ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অ্যাম্বুলেন্সের রং সাদা হবে;

৪.১১ অ্যাম্বুলেন্সের সামনে উইনশিল্ড এবং পিছনের গ্লাসের নিচের অংশে কেবলমাত্র 'অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস', উভয় পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির নাম, মনোগ্রাম (যদি থাকে), টেলিফোন নম্বর, ঠিকানা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রোগী ও সর্বসাধারণের অভিযোগ জানানোর জন্য পিছনে সহজে দৃশ্যমান স্থানে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ লিপিবদ্ধ করে প্রদর্শন করতে হবে। সামনের উইনশিল্ডের উপরে কোনো ধরনের লেখা থাকবে না। অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় লেখা অ্যাম্বুলেন্সের উভয় পার্শ্বে লিখতে হলে লেখার পূর্বে তা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

৪.১২ বিশেষায়িত অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে 'আইসিইউ/সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্স' বডির উভয় পাশে 'বিশেষায়িত অ্যাম্বুলেন্স' লেখা প্রদর্শনের ব্যবস্থাসহ সংক্ষিপ্ত সেবার ধরণ লেখার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৪.১৩ চালকের সহযোগীর জন্য অ্যাম্বুলেন্সের চালকের আসনের বাম পাশে সিটবেল্টসহ উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৪.১৪ অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বিধানবলী প্রযোজ্য হবে; এবং

৪.১৫ অ্যাম্বুলেন্সের গতিবিধি, অবস্থান জানার জন্য ও চুরি/ছিনতাই রোধকল্পে Vehicle Tracking System এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.০ সরকারি/আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা:

৫.১ সরকারি/আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো (Table of Organogram & Equipment) অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্স রেজিস্ট্রেশনপূর্বক পরিচালনা করতে পারবে; এবং

৫.২ সরকারি/আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা, কর্পোরেট বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান (Donation) হিসেবে প্রাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সও রেজিস্ট্রেশনপূর্বক পরিচালনা করতে পারবে।

৬.০ বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা:

৬.১ বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো/বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর অনুমোদন অনুযায়ী নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের রোগী বহনের জন্য প্রাইভেট হিসেবে নির্দিষ্ট সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স রেজিস্ট্রেশনপূর্বক পরিচালনা করতে পারবে;

৬.২ (ক) স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং RJSC রেজিস্ট্রার্ড কোম্পানি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা করতে পারবে;

(খ) সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধরণের বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রুট পারমিট ব্যতিত অ্যাম্বুলেন্সকে অনুমতি প্রদান করতে পারবে;

৬.৩ একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ৩ (তিন)টি অ্যাম্বুলেন্সের ফ্লিট থাকতে হবে;

৬.৪ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকের নিজস্ব পার্কিং গ্যারেজ (স্পেস) থাকতে হবে;

৬.৫ সরকারী হাসপাতালের সীমানার মধ্যে বেসরকারী অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং করা যাবে না। শুধুমাত্র রোগী উঠা-নামা করানোর জন্য হাসপাতাল সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে;

৬.৬ অ্যাম্বুলেন্সকে লিজ প্রদান বা অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাবে না। কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত এক কোম্পানির অ্যাম্বুলেন্সকে অন্য কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না, এমনকি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্য লিজ, চুক্তি বা আমমোক্তার (পাওয়ার অব এটর্নি) ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না;

৬.৭ স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্বুলেন্স ব্যাংক বা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে এককভাবে ব্যাংকের নামে অ্যাম্বুলেন্স রেজিস্ট্রেশন না হয়ে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ধারা ২২ মোতাবেক অ্যাম্বুলেন্স রেজিস্ট্রেশন হবে;

৬.৮ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানির নিজস্ব দক্ষ ও প্রশিক্ষিত প্যারামেডিকস/নার্স থাকতে হবে;

৬.৯ সেবা গ্রহীতা কর্তৃক রোগী বহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হলে অ্যাম্বুলেন্স উক্ত ডাকে দ্রুততম সময়ে সাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন এবং রোগী বহনে কোনোভাবেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। স্বল্পদুরত্বসহ নির্ধারিত এলাকার মধ্যে যেকোনো দুরত্বে অ্যাম্বুলেন্স যেতে বাধ্য থাকবে;

৬.১০ যেসকল অ্যাম্বুলেন্স ব্যক্তিমালিকানায় রয়েছে সে সকল অ্যাম্বুলেন্সকে আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসতে হবে; এবং

৬.১১ আইসিইউ ও সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্সকে সার্ভিস পরিচালনায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৭.০ অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন

৭.১ স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং RJSC রেজিস্ট্রার্ড কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি আম্বুলেন্সে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শিত থাকতে হবে;

৭.২ চার্টের মধ্যে দূরত্ব, কিলোমিটার, (টোল যদি থাকে) এবং ভাড়ার রেট উল্লেখ থাকতে হবে। যা অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারকারীর নিকট প্রদর্শিত হতে হবে;

৮.০ অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার হার

৮.১ ব্যক্তিগত, স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স ভিত্তিক পরিচালিত সাধারণ অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া মহানগরীর মধ্যে প্রথম ০২ (দুই) কিলোমিটার সর্বোচ্চ ১২০০ (একহাজার দুইশত) টাকা এবং পরবর্তি প্রতি কিলোমিটার ১০০ (একশত) টাকা হবে। মহানগরীর বাহিরে প্রথম ০২ (দুই) কিলোমিটার সর্বোচ্চ ৬০০ (ছয়শত) টাকা। পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার বা তার অংশের জন্য ভাড়া ৪০ (চল্লিশ) টাকা;

৮.২ আইসিইউ ও সিসিইউ সন্নিবেশিত অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া মহানগরীর মধ্যে প্রথম ০২ (দুই) কিলোমিটার সর্বোচ্চ ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা হবে। মহানগরীর বাহিরে প্রথম ০২ (দুই) কিলোমিটার সর্বোচ্চ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা। পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার বা তার অংশের জন্য ভাড়া ৮০ (আশি) টাকা;

৮.২.১ লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান এর ভাড়া মহানগরীর মধ্যে সর্বোচ্চ ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা সার্ভিস চার্জ এবং প্রতি কিলো ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। যদি লাশ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় তবে ওয়েটিং চার্জ প্রতি ঘন্টা ৫০০ (পাঁচশত) টাকা। মহানগরীর বাহিরে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ এবং প্রতি কিলো ৪০ (চল্লিশ) টাকা। যদি লাশ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় তবে ওয়েটিং চার্জ প্রতি ঘন্টা ৫০০ (পাঁচশত) টাকা;

৮.২.২ যে সকল সড়কে/সেতুতে টোল নির্ধারিত রয়েছে সেই টোল অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান ব্যবহারকারী বহন করবেন;

৮.৩ সরকারি/আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের অ্যাম্বুলেন্স/লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যানের ভাড়ার হার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সিদ্ধান্ত/নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, তবে উপ-অনুচ্ছেদ-৮.১, ৮.২, ৮.২.১ এ বর্ণিত ভাড়ার চেয়ে বেশি হতে পারবে না; এবং

৮.৪ দেশের সকল পেট্রোলিয়াম এজেন্সি/ ফিলিং ষ্টেশন/ সিএনজি ষ্টেশন থেকে ২৪ ঘন্টা ফুয়েল সংগ্রহের অগ্রাধিকার পাবে।

৯.০ অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিশেষ দায়িত্ব

৯.১ অ্যাম্বুলেন্সে নিয়োজিত চালকগণ রোগী ও অ্যাটেন্ডেন্টদের সাথে শোভনীয় আচরণ করবে;

৯.২ অ্যাম্বুলেন্সে কোনোভাবেই রোগী ব্যতীত সাধারণ যাত্রী পরিবহন করা যাবে না;

৯.৩ অ্যাম্বুলেন্স চালকের প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান থাকতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স চালকের ট্রাফিক আইন এবং রোগী ও রোগীর স্বজনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে শোভনীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;

৯.৪ অ্যাম্বুলেন্স চালানো অবস্থায় ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিংসহ সড়ক পরিবহন আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে চলতে হবে;

৯.৫ অ্যাম্বুলেন্সে ধূমপান এবং সকল ধরনের মাদক সেবন হতে বিরত থাকতে হবে;

৯.৬ অ্যাম্বুলেন্স সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

৯.৭ অ্যাম্বুলেন্স চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন বা এয়ারফোনে কথা বলা যাবে না;

৯.৮ অ্যাম্বুলেন্স চালানো অবস্থায় যথাযথভাবে সিটবেল্ট পরিধান করতে হবে;

৯.৯ রোগী এবং রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানকল্পে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে;

৯.১০ চালকের ছবিসহ পরিচয়পত্র রোগী ও রোগীর স্বজনদের সহজে অবলোকনের উপযোগী করে অ্যাম্বুলেন্সে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া চালক ও সহযোগীকে নিজ নিজ মালিক বা প্রতিষ্ঠান নামযুক্ত মেরুন কালারের হাফ হাতা (ট্রাফিক সার্জেন্টে পরিহিত হলুদ এপ্রোন) এপ্রোন পরিধান করে থাকতে হবে। এপ্রোনের সামনে লোগো এবং পেছনে বড় করে সাদা কালারের "অ্যাম্বুলেন্স কর্মী" লেখা থাকতে হবে; এবং

৯.১১ অ্যাম্বুলেন্স রাস্তার যেখানে সেখানে পার্কিং করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিকে অনুমতিক্রমে রোগী ও লাশ বহনের জন্য পার্ক করতে পারবে।

১০.০ অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ

১০.১ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;

১০.২ হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট;

১০.৩ হালনাগাদ ট্যাক্স-টোকেন;

১০.৪ চালকের হালনাগাদ ড্রাইভিং লাইসেন্স; এবং

১০.৫ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র।

১১.০ **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা**

উপরোক্ত গাইডলাইন বর্ণিত নির্দেশাবলীর কোন বিচ্যুতি ঘটলে অথবা এ নীতিমালার পরিপন্থী কোনো কাজ করা হলে অথবা এ নীতিমালার কোনো নির্দেশনা অগ্রাহ্য করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.০ **স্থায়ী কমিটি**

অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নীতিমালা প্রয়োগ ও এ সার্ভিসের মান উন্নয়নে সময় সময় পরামর্শ/সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সকলের পাশাপাশি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের প্রতিনিধি রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩.০ **নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন সম্পর্কিত**

এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে। সরকার প্রয়োজনে এ নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/ পরিবর্তন করতে পারবে।

মোঃ জসীম উদ্দিন
সহকারী সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার